আয়যায়দিন

তারিখ 15 MAR 2011
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেশনজট : ৪ বছরেও কথা রাখতে পারেনি সরকার

এম মামুন হোসেন

উচ্চশিক্ষা সেশনজটমুক্ত করার কথা দিয়ে চার বছরেও তা রাখতে পারেনি মহাজোট সরকার। উপরন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে ভোগান্তি ও যন্ত্রণার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে সেশনজট। চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে এখন ৭ বছর আর এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করতে শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত। এ নিয়ম ও সময়কাল যেন উচ্চশিক্ষা শেষ করার অঘোষিত শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। অথচ ক্ষমতায় আসার আগে এ সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল শিক্ষাঙ্গনকে সেশনজট ও সন্ত্রাসমুক্ত করার।

শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে মেধার মাননতে শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারলেও সেশনজটের কারণে পিছিয়ে পড়ছে জীবন ও ভবিষ্যৎ থেকে। গত কয়েক বছরে কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের চিত্র সবচেয়ে ভয়াবহ।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (ইউজিসি) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানে ইউজিসির করার কিছুই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজটের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট, সিনেট এবং একাডেমিক কাউন্সিল সচেষ্ট হলেই সেশনজট কমানো সম্ভব। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই।

> নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাঙ্গনকে সেশনজট ও সন্ত্রাসমুক্ত করার অঙ্গীকার ছিল মহাজোটের

আয়যায়দিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মুতিউর তানিম জানান, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটে হারাতে বসেছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য। এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে রয়েছে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট। বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভাগগুলোতে সেশনজট কিছুটা কম।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের চিত্র সবচেয়ে ভয়াবহ। ৮ সেমিস্টার শেষ করতে শিক্ষার্থীদের সময় লাগছে ৮ বছর। সময়মতো পরীক্ষা ও ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েও সেশনজটের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না সরকার : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

সরকার : সেশনজট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা কম-বেশি দুই বছরের সেশনজটে আছেন বর্তমানে। পরীক্ষা সময়মতো না হওয়া আর ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতায় তারাও এখন নিজেদেও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর সৃষ্ট জটিলতা, ফল প্রকাশে বিলম্ব, ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান সংঘাত-সংঘর্ষ এবং বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের কারণে গড়ে অন্তত দুই বছরের সেশনজটে পড়ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

জানা গেছে, এখানে নতুন খোলা ৬টি বিভাগ ছাড়া আগের ২২টি বিভাগেই আছে ৬-৭টি করে ব্যাচ। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা না হওয়া এবং পরীক্ষা শেষে ফল প্রকাশে মাসের পর মাস বিলম্ব হওয়াটা এখানে নিয়মে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেমিস্টার পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের বিধান থাকলেও ৯ মাসেও ফল প্রকাশ করতে পারে না কর্তৃপক্ষ।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমসের ২০০৬-০৭ সেশনের এমবিএ শিক্ষার্থীদের এখনো ফাইনাল সেমিস্টার শেষ হয়নি। দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা আগস্টে শেষ হলেও এখনো ফল প্রকাশ করা হয়নি। একই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০টি ডিপার্টমেন্টের। সেখানকার শিক্ষার্থীরা আড়াই বছরের সেশনজট রয়েছেন। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ৮ বছরেও মাস্টার্স শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পাঠ চুকাতে পারেননি। শিক্ষকদের নোংরা রাজনীতি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে বিলম্বের কারণে নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সেশনজটমুক্ত উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ১ হাজার ৬০০ অধিভুক্ত কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ১০ লাখ শিক্ষার্থী এখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। কিন্তু শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নানা অনিয়ম ও অন্তঃকোন্দল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকমুখে দীর্ঘদিন ধরে এ কথা প্রচলিত রয়েছে যে- দুর্নীতি, অনিয়ম আর ভোগান্তির আরেক নাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব অনিয়মের ভূত ঢুকে পড়েছে। এখানে এ পর্যন্ত দুজন উপাচার্য ছাড়া কেউই ভালোভাবে বিদায় নিয়ে যেতে পারেননি। কমবেশি সব উপাচার্যের বিরুদ্ধেই অবৈধ নিয়োগ, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ ছিল। সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ না করা, ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনিক স্থবিরতা, মামলা-মোকদ্দমা ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টির পেছনের মূল কারণ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের স্নাতক (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এর অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি সেশনজটের কবলে পড়েছেন বলে জানা যায়।

শিক্ষকদের তীব্র অন্তঃকোন্দল,রেষারেষি, ক্লাস পরীক্ষায় উদাসীনতা, পরীক্ষার খাতা দেখা ও ফল প্রকাশে বিলম্ব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোনো কোনো বিভাগে পরীক্ষার খাতা ফেরত দিতে বছর পার করে দেন, এমন অভিযোগও রয়েছে। সেশনজটের কারণে গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। তারপরও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো বিভাগেই দেড় বছরের সেশনজট আছে। কলা ও মানবিক অনুষদের ইংরেজি, প্রত্নতত্ত্ব এবং নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজট। তবে বাংলা, ইতিহাস, দর্শন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সেশনজট কম বলে জানা যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু বিভাগে শিক্ষকদের আন্তরিকতা আর জোট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার কারণে সেশনজট কমানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বর্ধিত বেতন ফি, ষোলশহর রেলস্টেশনে সন্ত্রাসীদের হামলায় রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুম খুন, এর কিছুদিন পর মার্কেটিং বিভাগের শুক্কুর-অরু-রশীদ এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগকর্মী আসাদুজ্জামান হত্যার জের ধরে ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকে। এছাড়া প্রায় আড়াই মাস বিশ্ববিদ্যালয় চলে উপাচার্যবিহীন। মূলত এসব কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের অবস্থা এখন ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে দাবি করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আয়যায়দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি রহমান সাদিক জানান- ইংরেজি, বাংলা, সাংবাদিকতা, রসায়ন এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এখনো দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট আছে। শিক্ষকদের রাজনীতি আর কোন্দল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের প্রধান কারণ। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরাজমান সংঘাত-সংঘর্ষে অনির্ধারিত ছুটি এবং বিভাগের পরীক্ষা পেছানোর কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন নিয়ন্ত্রিত ছাত্রশিবির এবং ক্ষমতাসীন দল নিয়ন্ত্রিত ছাত্রলীগের নিয়মিত সন্ত্রাসী মহড়ার কারণে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল থাকে প্রায় সময়। এছাড়া গত বছর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের কারণেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন।

এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পৃষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, ইংরেজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আল ফিকহ, হিসাববিজ্ঞান, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পাচটি ব্যাচের বদলে ৭টি ব্যাচ রয়েছে। এছাড়া আল-কোরান অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগসহ বেশকিছু বিভাগে এক থেকে দেড় বছর সেশনজট রয়েছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি, একাডেমিকবহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকা এবং বিভিন্ন পদের জন্য ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দৌড়ঝাঁপ করা। ফলে এক বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লেগে যায় দুই থেকে আড়াই বছর। এছাড়াও পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বহিঃপরীক্ষক ও অন্য অফিসিয়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফল প্রকাশ হতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় লাগে প্রায় দেড় থেকে দুই বছর পর্যন্ত। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আবার ঢাকা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে মাসের পর মাস তারা ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত থাকেন। অভিযোগ আছে, বেশিরভাগ শিক্ষক প্রেষণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন।

এদিকে, সেশনজটের অভিশাপ থেকে কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারছে না দেশের অন্যতম প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)। কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতের কারণে ২০০৯ সালটি ছিল রাবির শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধের বছর। তবে ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা শান্তিপূর্ণভাবে চলেছে।

রাবি প্রতিনিধি জানান, কর্তৃপক্ষের জোরালো পদক্ষেপের অভাব আর অদূরদর্শিতার কারণে ভয়াবহ সেশনজটের মুখে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা অনার্স ফাইনাল এবং মাস্টার্সে দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজট নিয়ে বসে আছেন। তার ওপর বিভাগীয় শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার্থীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হন বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা বেসরকারি কোনো প্রজেক্ট বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে বেশি উৎসাহী বলে অভিযোগ শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের। এছাড়া প্রতিনিয়ত কয়েকটি চিহ্নিত ছাত্র সংগঠনের সহিংস রাজনীতির কারণে বার বার অস্থির হয়ে থাকে ক্যাম্পাসটি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির কারণে এসব ছাত্র সংগঠন শিক্ষার্থীদের সঙ্কট সমাধানে আন্দোলনতো দূরের কথা, উপরন্ত নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং হানাহানিতেই ব্যস্ত থাকে পুরো বছর।